গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

নিম্ন উৎপাদনশীল ধান ও গম জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষণ কর্মসূচী

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

কর্মসূচির বাস্তবায়নকালঃ সেপ্টেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৩

অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচির প্রস্তাব (PPNB)

১। প্রস্তাবিত কর্মসূচির নাম : নিম্ন উৎপাদনশীল ধান ও গম জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষণ কর্মসূচী (Programme on Variety Testing for Denotification of Low Yielding Varieties of rice & wheat (PVTDLYV)৭

২। বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা : বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়।

৪। প্রস্তাবিত কর্মসূচির বাস্তবায়নকাল : সেপ্টেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত

৫। প্রস্তাবিত কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা :

ফসল উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হচ্ছে বীজ। ভাল বীজ ব্যবহার করেই ভাল ফসল তথা ভাল ফলন পাওয়া যায়। উন্নত মানের বীজ বলতে আধুনিক জাতের বিশুদ্ধ বীজকে বোঝায়। বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ধানের প্রায় ১২০ টি এবং গমের প্রায় ৩৫ টি জাত ছাড়করণ করা হয়েছে। ১৯৭০-৭৫ সালের দিকে ধানের ও গমের যে জাতগুলোর ছাড়করণ করা হয়েছিল সেগুলো জলবায়ু গত কারণে এবং বিভিন্ন রোগ-পোকার আক্রমণের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পড়ায় কৃষকের মাঠে সেগুলোর ফলন কমে গেছে। কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে ফসলের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটছে। বীজ বিধিমালা, ২০২০ তে এসব কম কার্যকারিতা সম্পন্ন জাত প্রত্যাহারের ব্যাপারে জাতীয় বীজ বোর্ডকে পরামর্শ প্রদানের বিষয়ে বলা আছে। এ সকল জাতগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে জাত প্রত্যাহারের কার্যক্রমের আওতায় আনা প্রয়োজন।

উচ্চফলনশীল ভাল জাত ছাড়করণের জন্য জাতের স্বাতন্দ্রতা/স্বকীয়তা নিরূপন করার উদ্দেশ্যে ডিইউএস টেস্ট আরো যোগপযোগী করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত নতুন জাত সহ বিদ্যমান জাতের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য নিরূপন করা সহজ হবে। পাশাপাশি সঠিক এলাকা উপযোগী, পুষ্টি গুন সম্পন্ন এবং জলবায়ু অনুকুল জাত ছাড়করণের জন্য ভিসিইউ টেস্ট জোরদার করা প্রয়োজন। এতে কৃষক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য জাত নির্বাচন করা যাবে। বর্তমানে বাংলাদেশে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র মাধ্যমে দুই বছর আঞ্চলিক ট্রায়ালের সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে মোট ১৯১ টি ধানের হাইব্রিড জাত নিবন্ধিত হয়েছে। এসব জাত সমূহের অল্পসংখ্যক জাত কৃষকের মাঠে চাষ হচ্ছে। ফলে জাতীয় বীজ বোর্ডে এ ব্যাপারে জাত প্রত্যাহারের নির্দেশনা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতিকুল আবহাওয়া সহিষ্ণু জাতের মূল্যায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে । এলাকা ভিত্তিক ভিসিইউ টেস্ট জোরদারকরণের মাধ্যমে লবনাক্ততা, বন্যা, খরা ও জলাবদ্ধতা সহনশীল জাত ছাড়করণে সহায়ক হবে।

জাত পরীক্ষা কার্যক্রমে পুষ্টি সমৃদ্ধ জাতগুলোর পুষ্টিমান যাচাইয়ের প্রয়োজনে পরীক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। সেজন্য প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরী সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

মান সম্পন্ন বীজ ফসলের জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশে বর্তমানে বাজারজাতকৃত বীজের বিশুদ্ধতা যাচাই করার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মের প্রি-পোষ্ট গ্রো-আউট টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে দেশে চাষকৃত জাতের বিশুদ্ধতা, জাতের মিশ্রণ সনাক্তকরণ এবং নিম্নমানের ভেজাল বীজ নিরুপণ তথা যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশে সরকারিভাবে একমাত্র বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীই এ ধরনের পরীক্ষার কার্যক্রম করে থাকে। এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট বীজ প্রতিষ্ঠানকে সচেতন ও সতর্কীকরণ করা হয়। ফলে গ্রো-আউট টেস্ট শক্তিশালী করণের মাধ্যমে বাজারে নিম্নমানের বীজের সরবরাহ হ্রাস পাবে। এর মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজ কৃষকের নিকট সহজলভ্য হবে।

উদ্দেশ্যঃ

১) আঞ্চলিক উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ছাড়কৃত নিম্ন উৎপাদনশীল তথা নিম্ন উপযোগিতা সম্পন্ন গম ও ধানের ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাত প্রত্যাহার (Denotification) কার্যক্রম গ্রহণ ও জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করণ।

২) জাত মূল্যায়ন কার্যক্রম ভিসিইউ টেস্ট (VCU Test = Value For Cultivation and Uses) শক্তিশালী করণ।

৩) নিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ জাত সমূহের শস্যমান ও পুষ্টি নিরূপনের সক্ষমতা উন্নয়ন।

৪) জাত পরীক্ষাগারের কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫) কৃষকদের উচ্চ ফলনশীল জাত চাষে উদ্বুদ্ধ করা।

যৌক্তিকতাঃ বীজ বিধিমালা ২০২০, অনুসারে, রোগ ও কীট পতঙ্গের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ও কম কার্যকারিতা (Poor Performance) এর জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে নোটিফাইড ফসলের জাত প্রত্যাহারের পরামর্শ প্রদান করতে হবে। ২০১৮ (২০১৭-১৮) হতে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত "নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষণ কর্মসূচি"র মাধ্যমে পর পর দুই বছর ২০টি আমন (ইনব্রিড ও হাইব্রিড), ২০টি বোরো এবং ৯টি আউশ ধানের আঞ্চলিক ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে। স্টেবিলিটি এনালাইসিসের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ৯টি আমন, ৭টি বোরো এবং ৪টি আউশ ধানের জাতের প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া চলমান আছে। সেজন্য ধানের পুরাতন জাত প্রত্যাহারের পরীক্ষণ ট্রায়াল চলমান রাখা প্রয়োজন। সেই সাথে গমের মোট ৩৪টি জাতের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮টি জাত সারা দেশে চাষাবাদ হচ্ছে। বাকী জাত গুলোর উপযোগীতা পরীক্ষণ করে প্রত্যাহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর দায়িত্ব বীজ বিধিমালা ২০২০, এর বিধি-৩ এর (ঘ) অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত ছাড়করণ বা নিবন্ধন এবং প্রত্যাহার বা বিলুপ্তকরণের বিষয়ে বোর্ডকে সহযোগীতা করা।

১। বর্তমানে ব্রি কর্তৃক ১০০টি, বিনা কর্তৃক ২৩টি, বিএইউ কর্তৃক ৩টি এবং বিএসএমআরএইউ কর্তৃক ২টি ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণ করা হয়েছে। অপরদিকে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৯১টি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধিত হয়েছে। এছাড়া গমের ৩৫টি, আলুর ৭৭টি, পাটের ১৬টি জাত ছাড়করণ করা হয়েছে। কিন্তু দৃশ্যত দেখা যায় বর্তমানে ছাড়কৃত জাত সমূহের মধ্যে প্রাকৃতিক ও রোগবালাই এর কারণে অনেক জাত নিম্ন উপযোগীতা (Poor Performance) এবং রোগবালাইয়ের প্রতি সংবেদনশীলতার জন্য ফলন হ্রাস পাচ্ছে। ফলে সেইসকল জাত চিহ্নিত করে প্রত্যাহার করা একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। তাই প্রস্তাবিত কর্মসূচীর মাধ্যমে ধান ও গমের ছাড়কৃত জাতের মাঠ উপযোগীতা নির্ণয় ও নিমণ মানের জাত সমূহের জাত প্রত্যাহার (Denotification) কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্ন উপযোগী জাত প্রত্যাহার এবং ভাল জাত সমূহ চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। বর্তমান কর্মসূচীতে ধান ও ধানের হাইব্রিডসহ জাত সমূহের উপযেগীতা নির্ণয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২। জাত পরীক্ষা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম জোরদারকরণের ফলে নিম্ন উৎপাদনশীল জাত প্রত্যাহারের পাশাপাশি বিরূপ কৃষি পরিবেশ উপযোগী (যেমন-লবনাক্ততা সহনশীল, বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা সহনশীল) ও উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (জিঙ্ক সমৃদ্ধ, প্রোটিন সমৃদ্ধ) খাদ্যশস্যের জাত ছাড়করণ সম্ভব হবে। এতে ফসল খাতে উৎপাদনশীলতা এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি পাবে।

৩। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় জোয়ার ভাটা অঞ্চল ও খরা প্রবণ এলাকার জন্য প্রতিকূল আবহাওয়া সহিষ্ণু জাত সমূহের মূল্যায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে মূল্যায়ন কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী জাত ছাড়করণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪। বাংলাদেশে "উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন ২০১৯" অনুসারে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী অন্যতম জাত পরীক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। উল্লিখিত কর্মসূচীর মাধ্যমে জাত পরীক্ষণ কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৫। The Seeds (Amendment) Act, 2005, অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত ছাড়করণ কারিগরি কমিটির সুপারিশক্রমে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের মাধ্যমে হয়ে থাকে । বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী DUS Test এবং VCU Test এর প্রতিবেদন কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করে। ফলে উল্লিখিত কর্মসূচী ডিইউএস টেস্ট কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

৬। সমগ্র বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ে সরবরাহকৃত বীজের গুনগতমান যাচাই পরীক্ষা (Pre post control & grow out test) কার্যক্রম জোরদারকরণের ফলে কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন ভাল বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে। মিশ্রণ চিহ্নিত করে জাতের বিশুদ্ধতা সংরক্ষন করা সম্ভব হবে। এতে মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

৭। জাত পরীক্ষণ কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগনকে নোটিফাইড ফসলের নতুন জাত ছাড়করণ পরীক্ষা DUS test ও VCU test (UPOV গাইড লাইন মোতাবেক) সম্পর্কে উন্নত যুগপোযুগী প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাবিত নতুন জাতের ছাড়করণ কার্যক্রম আরও সুস্পষ্ট ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা যাবে। এতে জলবায়ু পরিবর্তনে পরিবর্তিত পরিবেশে উচ্চ ফলনশীল ও পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ নতুন জাত ছাড়করণ সম্ভব হবে এবং কৃষকদের মাঝে সেসব জাতের জনপ্রিয়তা ও গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

৮। দারিদ্র বিমোচনে প্রভাবঃ কর্মসূচীটি বাস্তবায়নের ফলে প্রতিকুলতা সহিষ্ণু (লবনাক্ততা, বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা) নতুন জাত ছাড়করনের পাশাপাশি মানসম্পন্ন বীজের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে। কর্মসূচী কার্যক্রমের ফলে বর্গাচাষী সহ প্রামিত্মক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক এবং মহিলাগন কর্মসূচী সুবিধাভোগী হিসেবে গণ্য হবেন। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের ফলে সকল শ্রেনীর কৃষকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হবে। ফসলের ফলন বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য অর্জিত হবে। সর্বোপরি, খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক ঝুকি মোকাবেলায় সহায়ক হবে।

৯। নারী ও শিশুদের কল্যাণে প্রভাবঃ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং নারী শ্রমিকগন কাজ করার সুযোগ পাবে। তারা মানসম্পন্ন বীজ ফসলের শস্য কর্তন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে ভূমিকা রাখতে পারবে। তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে, জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে। পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ (জিঙ্ক, প্রোটিন, আয়রন সমৃদ্ধ) নতুন জাত ছাড়করণের ফলে শিশুর অপুষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১০। পরিবেশের ওপর প্রভাবঃ পরিবেশের ওপর প্রস্তাবিত কর্মসূচীর কোন বিরূপ প্রভাব নেই, বরং প্রতিকুল পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন যাতে ব্যহত না হয় সেজন্য বিরূপ কৃষি পরিবেশ উপযোগী নতুন জাত ছাড়করণ করা হবে।

৬। মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রস্তাবিত কর্মসূচির সংশ্লিষ্টতাঃ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫/১৬-২০১৯/২০)এর সাথে কর্মসূচিটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ

- ৪.২.৩ শস্যখাত এর ২৪৭ পৃষ্ঠায় শস্য উপখাতে নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ সমূহে বলা আছে ''সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, লাভজনকতা এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার মত কৃষির গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ গুলোকে পরাভূত করতে হবে। এক্ষেত্রে করণীয় অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হল- ''সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কৃষি উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার, বিজ্ঞানের নের্তৃত্বে পরিচালিত কৃষি প্রযুক্তির প্রবর্ধন, ফলনের পার্থক্য কমানো, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বিতরণ ও সংরক্ষণ।
- ৪.৩ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে শস্য উপখাতের কৌশল পৃষ্ঠা ২৪৯ ও ২৫০ এ বলা আছেঃ

- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও একটি টেকসই ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলের কৃষি পরিবারের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি।
- বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তি পদ্ধতির প্রবর্ধন এবং গবেষণা ও আধুনিক কৃষি চর্চা আত্তীকরণকে উৎসাহিত করা। বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা, জলমগ্নতা এবং অন্যান্য তাপ সহিষ্ণু শস্যজাত প্রচলন করতে হবে।
- নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য গৃহাঙ্গণে কৃষি উৎপাদন, ফসল কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

- ৪.৩.১ শস্য উপখাতের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পণার নীতিমালা ও কৌশল পৃষ্ঠা ২৫১ তে বলা আছে- ''কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফলনের পার্থক্য কমানো, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, ভালো মানের বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, উত্তম কৃষি চর্চা, খামার যান্ত্রিকীকরণ, ভালো মানের সবজি ফসল উৎপাদন ও আইপিএম চর্চাকে জনপ্রিয় করা ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনে সবধরণের সহায়তা দান করা হবে। এছাড়া উচ্চতর মানের খাদ্য উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ অংশে (পৃষ্ঠা- ২৫১), কৃষি উপকরণ বীজ ও সার অংশে (পৃষ্ঠা - ২৫৩), কৃষি সম্প্রসারণ অংশে (পৃষ্ঠা - ২৫৬), গ্রামীণ মানব সম্পদ উন্নয়ন অংশে (পৃষ্ঠা- ২৫৮) নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো উল্লেখ আছে যাহা প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যক্রমের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- ফসলের জাত, মাটি ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, সেচের পানি ব্যবস্থাপনা, বালাই ও রোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রযুক্তির উন্নয়ন ছাড়াও বিভিন্ন নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি, যেমন, তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার ব্যবহার এবং প্রয়োগ, অত্যন্ত দক্ষ ও আরও নির্ভুল ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর ব্যবহার, ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস), জীব প্রযুক্তি, জিন ব্যবস্থাপনা, আইপিএম, জৈব নিরাপত্তা, লেজার প্রযুক্তি, দক্ষ ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা, কৃষি সংরক্ষণ, মাটি পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক পুষ্টি উপাদানের জন্য এলাকাভিত্তিক নির্দিষ্ট পুষ্টি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে হবে।
- বীজ উৎপাদন, পরীক্ষণ, সংরক্ষণ ও ফসল উত্তোলন-পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বনের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে
- লবণাক্ততা-সহিষ্ণু বিভিন্ন বোরো ধান ও অন্যান্য তাপ সহিষ্ণু ধান জাতের সম্প্রসারণ
- উপকূল অঞ্চলে লবণাক্ততা-সহিষ্ণু জাত জনপ্রিয় করা
- যথাযথ পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বীজের মান নিশ্চিতকরণ
- সরকার 'ফলন পার্থক্য' কমানোর লক্ষ্যে 'তথ্য পার্থক্য' কমানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে
- কৃষি তথ্য প্রচারের জন্য আধুনিক আইসিটি/এমআইএস ব্যবহার করা হবে

এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রার সমূহের সাথে কর্মসূচিটি সামঞ্জস্যপূর্ণ :

এসডিজি এর গোল- ২ এবং টার্গেট ২.১, ২.৩, ২.৪, ২.৫ ও ২.এ এর বিষয়গুলোর সাথে কর্মসূচির কার্যক্রমের সামঞ্জস্য রয়েছে-

Goal- 2 : End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.

Target : 2.1 : By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round.

Target : 2.3 : By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and non-farm employment.

Target : 2.4 : By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality.

Target : 2.5 : By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed and domesticated animals and their related wild species, including through soundly managed and diversified seed and plant banks at the national, regional and international levels, and promote access to and fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, as internationally agreed.

Target : 2.a : Increase investment, including through enhanced international cooperation, in rural infrastructure, agricultural research and extension services, technology development and plant and livestock gene banks in order to enhance agricultural productive capacity in developing countries, in particular least developed countries.

২৫/১/২০২১

৭। প্রস্তাবিত **কর্মসূচির আওতায় গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ (Activities) এবং কার্যক্রমসমূহের সম্ভাব্য ফলাফল (Out put)/ প্রভাব (Out come) :**

কার্যক্রম	ফলাফল (Output)/প্রভাব (Out come)
১। নিম্ন মানের ধান ও গমের জাত প্রত্যাহার কার্যক্রম গ্রহণ।	পুরাতন ছাড়কৃত যে সকল জাত রোগবালাই এর প্রতি সংবেদনশীল ও ফলন কম, সে জাত গুলো আঞ্চলিক ট্রায়ালের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষার করে জাত প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফলে নিম্ন ফলনশীল জাতের পরিবর্তে পরিবেশ উপযোগী উচ্চফলনশীল ধান ও গম চাষে কৃষক অনুপ্রাণিত হবে।
২। জাত মূল্যায়নে ভিসিইউ টেস্ট কার্যক্রমের উন্নয়ন করা।	প্রতিকুল পরিবেশে চাষ উপযোগী জাতগুলোর এলাকা ভিত্তিক (খরা, বন্যা, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা) সঠিকভাবে পরীক্ষণের মাধ্যমে কৃষকের জন্য লাভ জনক জাতের ছাড়করণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে বিদ্যমান জাতগুলোর প্রতিকুল পরিবেশে রোগ-বালাইয়ের প্রতি আক্রমণ প্রবণতা ও ফলন হ্রাসের বিষয়টি যাচাই করা সম্ভব হবে।
৩। নিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ জাত সমূহের শস্যমান ও পুষ্টি নিরুপনের সক্ষমতা উন্নয়ন।	প্রোটিন, অ্যামাইলোজ ও প্রটিন সমৃদ্ধ জাতসমূহের শস্যমান ও পুষ্টিমান পরীক্ষণের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল নিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ জাত ছাড়করণ সম্ভব হবে এবং সেইসাথে পুরাতন/বিদ্যমান জাতগুলোর পুষ্টিমান যাচাই করা যাবে।
৪। জাত পরীক্ষাগারের কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতগুলোর মধ্যে অনেক সময় বাহ্যিক পার্থক্য পাওয়া দুরুহ হয়ে যায়। তখন ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং কার্যক্রম প্রয়োজনে জাত পার্থক্য নিরূপনে সহজ হবে এবং একই জাতের পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হবে।। আবার প্রতিকুল সহনশীল জিনের সনাক্তকরণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা, খরা, লবনাক্ততা সহনশীল জাতগুলোর সঠিকতা নিরুপন করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
৫। জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য, Pre-post control & grow out test, কার্যক্রমের উন্নয়ন।	বীজের বিশুদ্ধতা বীজের পরীক্ষাগারের মাধ্যমে জানা গেলেও জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা কেবলমাত্র মাঠে গ্রো-আউট টেস্টের মাধ্যমেই জানা যায় । ফলে জাতের সঠিকতা, বীজ প্লটের বিভিন্ন জাতের মিশ্রন সনাক্ত করা এসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকারী বেসরকারী বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান কে সচেতন/সতর্ক করা যাবে। ফলে নিম্ন মানের বীজ লট চিহ্নিত করা হলে উন্নত মানের বিশুদ্ধ বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে।
৬। কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ/কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ	নিম্ন উপযোগী জাত প্রত্যাহার কর্মকান্ডের গুরুত্ব, কর্মকৌশল, ট্রায়াল বাস্তবায়ন, তথ্য সংগ্রহ এবং জাত পরীক্ষার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাঠ পর্যায়ে কর্মরত প্রত্যয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে অবহিত করা যাবে এবং তাঁরা জাত সনাক্ত করতে পারবেন। ফলে মাঠ পর্যায়ে নিম্ন উপযোগী জাত সনাক্ত করা সহজ হবে। কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুরাতন কম ফলনশীল জাতের পরিবর্তে নতুন উচ্চফলনশীল জাত চাষে উৎসাহিত করা যাবে। সেই সাথে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জাত উদ্ভাবনকারী কর্মকর্তাগনকে এ প্রশিক্ষণের আওতায় এনে অবগত করা যাবে।

৮। **প্রস্তাবিত কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৪৭.৫৮ লক্ষ** (দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ আটান্ন হাজার) **টাকা।**

৯। **মোট কর্মসূচি ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস :**

(লক্ষ টাকা)

অর্থনৈতিক কোড	কাজের বিবরণ	পরিমাণ	ব্যয়	মোট কর্মসূচীর শতকরা হার	মমন্তব্য
	ক) রাজস্ব বরাদ্ধ				
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	২১ টি	২০.৫৮	৮.৩	
৩২৫৬১০২	রাসায়নিক দ্রব্যাদি	থোক	৮.০০	৩.২৩	
৩২৫১১০৯	বীজ ও উদ্ভিদ (ট্রায়াল স্থাপনের জন্য)	থোক	৮.০০	৩.২৩	
৩২২১১০৫	টেস্টিং ফিস (ট্রায়াল খরচ ইত্যাদি)	থোক	২১.০০	৮.৪৮	
	মোট =		**৫৭.৫৮**	**২৩.২৪**	
	মোট রাজস্ব ব্যয় =		**৫৭.৫৮**	**২৩.২৪**	
	খ) মূলধন ব্যয়				
৪১১২৩০৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (সংযুক্তি-১)	**থোক**	১৮০.০০	৭২.৭৩	
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র (বীজের শস্যমান ও পুষ্টিমান পরীক্ষণ ল্যাবের জন্য)	**থোক**	১০.০০	৪.০৩	
	মোট মূলধন=		১৯০.০০	৭৬.৭৬	
	সর্বমোট (রাজস্ব ও মূলধন)=		**২৪৭.৫৮**	**১০০**	

বি:দ্র: দ্রব্য-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে সংখ্যা পরিবর্তন হতে পারে।

১০. **মোট কর্মসূচি ব্যয়ের বছর-ওয়ারী বিভাজন ও ব্যয় পরিকল্পনা :**

(লক্ষ টাকা)

	বছর ব্যয় পরিকল্পনা											
প্রামিত্মক	২০২০-২১ (১ম বছর)				২০২১-২২ (২য় বছর)				২০২২-২৩ (৩য় বছর)			
মোট ব্যয়	০	০	০	৬.৮০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৩৭.৮৯	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৪.৮৯
মোট বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	২.৭৪	২৪.২৪	২৪.২৪	২৪.২৪	১৫.৩০	২.৪২	২.৪২	২.৪২	১.৯৮

১১. কর্মসূচির আওতায় প্রস্তাবিত পদসমূহঃ

ক্র নং	প্রস্তাবিত পদের নাম	সংখ্যা	বেতন স্কেল	দায়িত্ব	মমন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	কর্মসূচী পরিচালক	০১	৩৫৫০০-৬৭০১০/- (গ্রেড-৬)	কর্মসুচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উপযুক্ত কলাকৌশল নির্ধারণ, কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা। আয়ন-ব্যয়নসহ কর্মসূচীর সার্বিক কর্মকান্ডের ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও কো-অর্ডিনেশনের দায়িত্ব পালন করা।	এসসিএ'র বিদ্যমান জনবল হতে দায়িত্ব পালন করবে।
২	মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা	০১	২২০০০-৫৩০৬০/- (গ্রেড-৯)	কর্মসূচির কার্যক্রম মনিটরিং ও মুল্যায়ন করা। আর্থিক কর্মপরিকল্পনা তৈরীতে কর্মসূচী পরিচালককে সহায়তা করা, সরেজমিনে পরিদর্শন করা। কর্মসূচির সঠিক অবস্থা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। কর্মসূচির বাস্তবায়নের প্রস্তাব নিরূপন ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।	এসসিএ'র বিদ্যমান জনবল হতে দায়িত্ব পালন করবে।
০৩	হিসাব রক্ষক	০১	৯৩০০-২২৪৯০/- (গ্রেড-১৬)	ডাটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, বিভিন্ন রিপোর্ট তৈরী, কর্মসূচির হিসাব কম্পিউটারে সংরক্ষণ, ফাইল সংরক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষকর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন।	এসসিএ'র বিদ্যমান জনবল হতে দায়িত্ব পালন করবে।
০৪	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	৯৩০০-২২৪৯০/- (গ্রেড-১৬)/ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র আউট সোর্সিং এ নিয়োজিত কর্মচারি	কর্মসূচির হিসাব সংশ্লিষ্ট কার্যদি সম্পাদন করবেন এবং মাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা করবেন।	এসসিএ'র বিদ্যমান জনবল হতে দায়িত্ব পালন করবে।
০৫	অফিস সহায়ক	০১	৮২৫০-২০০১০/- (গ্রেড-২০)	সার্বক্ষণিকভাবে কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজে সহায়তা করা, অফিসে ব্যবহৃত আসবাপত্র ও সরঞ্জামাদী পরিস্কার, চিঠি পত্র আদান প্রদানে সহায়তা করা।	এসসিএ'র বিদ্যমান জনবল হতে দায়িত্ব পালন করবে

১২. কর্মসূচির আওতায় সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plant)

২০০৮ সালের পিপি আর অনুযায়ী দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করা হবে। সংযোজনী-গ তে বিস্তারিত বিবরণ প্রদর্শিত হলো।

২৫/১/২০২২

১২.১. যন্ত্রপাতি/ অফিস সরঞ্জাম :

ক্রমিক নং	অফিস সংক্রান্ত/ যন্ত্রপাতির বিবরণ	প্রস্তাবিত সংখ্যা	একক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	আনুমানিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
1.	(ডিহালার) (Dehuller),	১	১৩.০	১৩.০	-
2.	Analytical balance(0.1mg)	২	১.৫০	৩.০	-
3.	Polisher mill	২	১.২	২.৪	-
4.	Kett mill (5-10g sample)	২	২.০	৪.০	-
5.	Udy cyclone mill (Grinder)	১	১০.০	১০.০	-
6.	Rice sizing device	১	৭.৫	৭.৫০	-
7.	Oven	১	২.৫	২.৫	
8.	Hot plate (cooking)	১	১.০	১.০	-
9.	Moisture meter	১	২.০	২.০	-
10.	Hot Water bath	১	২.০	২.০	-
11.	Cold Water bath	১	৬.০	৮.৮৫	-
12.	Deionized water plant	১	৮.০	৮.০	-
13.	Vortex mixer	১	০.২৫	০.২৫	-
14.	Seed Count Image Analyzer	১	৪৩.০	৪৩.০	-
15.	Generator(100 kva)	১	২০.০০	২০.০০	
16.	Rapid Viscometer Viscoquick	১	৬৩.০	৩৫.০	
17.	Double Distilled water plant with jar	১	৬.০	৬.০	
18.	Waste management for carsinogenic chemicals	-	০.৫	০.৫	-
19.	Gel documentation Room		০.৫	০.৫	
20.	Rice length grader	১	৮.৫	৮.৫	
21.	Magnifying glass, measuring tap,scale,etc.	-	২.০	২.০	
				১৮০.০০	

বিঃ দ্রঃ একক বাজারমূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির কারনে পরিমান কম-বেশী হতে পারে

১২.২. পরামর্শকঃ প্রযোজ্য নহে।

১৩। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

প্রশিক্ষণের ধরণ	মেয়াদ	স্থান	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	যৌক্তিকতা
১। কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ: জাত পরীক্ষা ও জাত প্রত্যাহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২ দিন	সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের কার্যালয়	১.২৭ (প্রতি ব্যাচ)	নিম্ন উপযোগী জাত প্রত্যাহার কর্মকান্ডের গুরুত্ব, কর্মকৌশল, ট্রায়াল বাস্তবায়ন, তথ্য সংগ্রহ এবং জাত পরীক্ষার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাঠ পর্যায়ে কর্মরত প্রত্যয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে অবহিত করা যাবে এবং তাঁরা জাত সনাক্ত করতে পারবেন। ফলে মাঠ পর্যায়ে নিম্ন উপযোগী জাত সনাক্ত করা সহজ হবে। সেই সাথে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জাত উদ্ভাবনকারী কর্মকর্তাগনকে এ প্রশিক্ষণের আওতায় এনে অবগত করা যাবে।
২। কৃষক মোটিভেশন প্রশিক্ষণ	১দিন	সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের কার্যালয়	০.৭১৭ (প্রতি ব্যাচ)	মান্ধাতার আমলের আকঁড়ে থাকা পুরাতন জাতের পরিবর্তে আধুনিক উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের চাষে মোটিভেট করার জন্য কৃষক মোটিভেশন প্রশিক্ষণ করা হবে।

১৪। আইটেমওয়ারী আর্থিক (Financial) ও ভৌত (Physical) লক্ষ্যমাত্রা : (সংযোজনী- গ এ বিবরণ প্রদর্শিত হলো)

১৫। প্রস্তাবিত কর্মসূচি কোথায় কোথায় বাস্তবায়ন হবেঃ

কর্মসূচী ভুক্ত ৭টি আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসের আওতায় মোট ৭টি জেলায় ।

- **সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক আর কী কী কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন রয়েছে?**

নাই।

২৫/১/২০২১

বাস্তবায়নকারী দপ্তর / সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর সীল

আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
গাজীপুর-১৭০১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিবের সুপারিশসহ স্বাক্ষর ও সীল

প্রস্তাবিত কর্মসূচী'র প্রাক্কলিত ব্যয়

(লক্ষ টাকা)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	প্রাক্কলিত ব্যয়			মোট ব্যয়
		২০২০-২১ (১ম বছর)	২০২১-২২ (২য় বছর)	২০২২-২৩ (৩য় বছর)	
	ক) রাজস্ব ব্যয়				
	সরবরাহ ও সেবা				
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	০.০	১০.২৯	১০.২৯	২০.৫৮
৩২৫৬১০২	রাসায়নিক দ্রব্যাদি	০.০	৪.০	৪.০	৮.০
৩২৫১১০৯	বীজ ও উদ্ভিদ (ট্রায়াল স্থাপনের জন্য)	০.৮০	৩.৬	৩.৬	৮.০
৩২২১১০৫	টেস্টিং ফিস (ট্রায়াল খরচ ইত্যাদি)	৬.০	১০.০	৫.০	২১.০০
	মোট=	৬.৮	২৭.৮৯	২২.৮৯	৫৭.৫৮
	মোট রাজস্ব ব্যয় =	৬.৮	২৭.৮৯	২২.৮৯	৫৭.৫৮
খ) মূলধন ব্যয়					
৪১১২৩০৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (সংযুক্তি-১)	০.০০	১৮০.০০	০.০০	১৮০.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র (বীজের শস্যমান ও পুষ্টিমান পরীক্ষণ ল্যাবের জন্য)	০.০০	১০.০০	০.০০	১০.০০
	মোট মূলধন=	০.০০	১৯০.০০	০.০০	১৯০.০০
	সর্বমোট (রাজস্ব ও মূলধন)=	৬.৮	২১৭.৮৯	২২.৮৯	২৪৭.৫৮

জাত পরীক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ

মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ঃ ২৫০ জন।
প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ঃ ২৫ জন।
মোট ব্যাচের সংখ্যা ঃ ১০ ব্যাচ।
প্রশিক্ষণের মেয়াদ ঃ ২ দিন।

প্রতি ব্যাচের খরচঃ

ক্রম	বিবরণ	টাকা
১.	প্রশিক্ষণার্থী দৈনিক ভাতাঃ ২৫ জন @ ৭৫০/- * ২ তিন	৩৭৫০০/-
২.	প্রশিক্ষক সম্মানী ভাতাঃ ৫ জন @ ১২০০/- * ২ দিন	১২০০০/-
৩.	সামগ্রী (ব্যাগ, প্যাড, কলম ইত্যাদি)ঃ ২৫ জন @ ১০০০/-	২৫০০০/-
৪.	কোর্স পরিচালক ভাতা	৫০০০/-
৫.	কোর্স কো- অডিনেটর ভাতা	৩৫০০/-
৬	রিফ্রেশমেন্ট খরচ ঃ ২৫ জন, @ ৫০/-, ২বার* ২ দিন	৫০০০/-
৭	দুপুরের খাবার @৩০০/-, ২৫ জন* ২ দিন	১৫০০০/-
৮	রাতের খাবার @৩০০/-, ২৫ জন* ২ দিন	১৫০০০/-
৯	ব্যানার	১০০০/-
১০	অন্যান্য (সাউন্ড সিস্টেম,সার্টিফিকেট, ষ্টেশনারী ইত্যাদি)	৮০৭১/-
	মোট =	১২৭০৭১/-
	একক খরচ লক্ষ টাকায় =	১.২৭

জাত পরীক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ

লক্ষ টাকা

বছর	ব্যাচ সংখ্যা	ইউনিট খরচ	মোট ব্যয়
১ম	০	০	০
২য়	৭	১.২৭	৮.৮৯
৩য়	৩	১.২৭	৩.৮১
মোট	১০		১২.৭

জাত পরীক্ষা বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ

মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ঃ ৩৩০ জন
প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ঃ ৩০ জন
মোট ব্যাচের সংখ্যা ঃ ১১ ব্যাচ
প্রশিক্ষণের মেয়াদ ঃ ১ দিন

প্রতি ব্যাচের খরচঃ

ক্রম	বিবরণ	টাকা
১.	প্রশিক্ষণার্থী দৈনিক ভাতাঃ ৩০ জন @ ৭০০/- * ১ তিন	২১০০০/-
২.	প্রশিক্ষক সম্মানী ভাতাঃ ৫ জন @ ১১৫০/- * ১ দিন	৫৭৫০/-
৩.	সামগ্রী (ব্যাগ, প্যাড, কলম ইত্যাদি)ঃ ৩০ জন @ ৭০০/-	২১০০০/-
৪.	কোর্স পরিচালক ভাতা	৩৫০০/-
৫.	কোর্স কো-অডিনেটর ভাতা	২৫০০/-
৬	রিফ্রেশমেন্ট খরচ ঃ ৩০ জন, @ ৪০/-, ২বার* ১ দিন	২৪০০/-
৭	দুপুরের খাবার @৩০০/-, ৩০ জন* ১ দিন	৯০০০/-
৮	ব্যানার	১০০০/-
৯	অন্যান্য (সাউন্ড সিস্টেম, সাপোর্ট সার্ভিস, ফটোকপি ষ্টেশনারী ইত্যাদি)	৫৫৭১/-
	মোট =	৭১৭২১/-
	একক খরচ লক্ষ টাকায় =	০.৭১৭

জাত পরীক্ষা বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ

লক্ষ টাকা

বছর	ব্যাচ সংখ্যা	ইউনিট খরচ	মোট ব্যয়
১ম	০	০	০
২য়	৭	০.৭১৭	৫.০১৩
৩য়	৪	০.৭১৭	২.৮৬৭
মোট	১১		৭.৮৮০

বছরওয়ারী আর্থিক এবং ভৌত লক্ষ্যমাত্রা

(সংযোজনী-গ)

বাজেট খাত	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	পরিমান	অংগভিত্তিক ব্যয়	অঙ্গভিত্তিক শতকরা ব্যয়	Weight	১ম বছর			২য় বছর			৩য় বছর		
							আর্থিক	অঙ্গভিত্তিক শতকরা ব্যয়	কর্মসূচীর শতকরা ব্যয়	আর্থিক	অঙ্গভিত্তিক শতকরা ব্যয়	কর্মসূচীর শতকরা ব্যয়	আর্থিক	অঙ্গভিত্তিক শতকরা ব্যয়	কর্মসূচীর শতকরা ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
রাজস্ব সরবরাহ ও সেবা	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	২১ ব্যাচ	২০.৫৮	৮.৩১	০.০৮	০.০০	০.০০	০.০০	১০.২৯	৫০.০০	৪.১৬	১০.২৯	৫০.০০	৪.১৬
	৩২৫৬১০২	রাসায়নিক দ্রব্যাদি	থোক	৮.০০	৩.২৩	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	৪.০০	৫০.০০	১.৬২	৪.০০	৫০.০০	১.৬২
	৩২৫১১০৯	বীজ ও উদ্ভিদ (ট্রায়াল স্থাপনের জন্য)	থোক	৮.০০	৩.২৩	০.০৩	০.৮০	১০.০০	০.৩২	৩.৬০	৪৫.০০	১.৪৫	৩.৬০	৪৫.০০	**১.৪৫**
	৩২২১১০৫	টেস্টিং ফিস (ট্রায়াল খরচ ইত্যাদি)	থোক	২১.০০	৮.৪৮	০.০৮	৬.০০	২৮.৫৭	২.৪২	১০.০০	৪৭.৬২	৪.০৪	৫.০০	২৩.৮১	**২.০২**
		মোট=		৫৭.৫৮	২৩.২৬	০.২৩	৬.৮০	৩৮.৫৭	২.৭৪	২৭.৮৯	৪৮.৪৪	১১.২৭	২২.৮৯	১৬৮.৮১	৯.২৫
		মোট রাজস্ব=		**৫৭.৫৮**	**২৩.২৬**	**০.২৩**	**৬.৮০**	**৩৮.৫৭**	**২.৭৪**	**২৭.৮৯**	**৪৮.৪৪**	**১১.২৭**	**২২.৮৯**	**১৬৮.৮১**	**৯.২৫**
মূলধন	৪১১২৩০৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (সংযুক্তি-১)	থোক	১৮০.০০	৭২.৭০	০.৭৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৮০.০০	১০০.০০	৭২.৭০	০.০০	০.০০	০.০০
	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র (বীজের শস্যমান ও পুষ্টিমান পরীক্ষণ ল্যাবের জন্য)	থোক	১০.০০	৪.০৪	০.০৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	১০০.০০	৪.০৪	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট মূলধন=		১৯০.০০	৭৬.৭৪	০.৭৮	৬.৮০	০.০০	০.০০	১৯০.০০	২০০.০০	৭৬.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০
		সর্বমোট (রাজস্ব ও মূলধন)=		**২৪৭.৫৮**	**১০০.০০**	**১.০**	**৬.৮০**	**৩৮.৫৭**	**২.৭৪**	**২১৭.৮৯**	**২৪৮.৮৪**	**৮৮.০১**	**২২.৮৯**	**১৬৮.৮১**	**৯.২৫**

২৪/১/২০২২